CE¢eV 1

শিক্ষায় পরিমাপ ও মূল্যায়ন

[Educational Measurement & Evaluation]

ভূমিকা

যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থায়ই মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল ও তরান্বিত করা এবং উন্নতকরণের জন্য মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। মূল্যায়নের মাধ্যমেই বিচার করা হয় শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কিনা। মূল্যায়ন সংক্রান্ত আলোচনায় তিনটি পদ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো টেস্ট বা অভীক্ষা (test), পরিমাপ (measurement) ও মূল্যায়ন (evaluation)। অনেকে এই তিনটি শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। যদিও তিনটি শব্দ সমার্থক নয়। তবে একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শিক্ষার্থীর আচরণিক অগ্রগতি মূল্যায়ন করতে হলে প্রয়োজন অভীক্ষা ও পরিমাপের। যে উপকরণের সাহায্যে পরীক্ষা নেয়া হয় তা হলো অভীক্ষা। উত্তরপত্র যাচাই করে তাতে নম্বর প্রদান করাকে বলা হয় পরিমাপ। এই পরিমাপের ভিত্তিতে যখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তখন তাকে বলা হয় মূল্যায়ন। মূল্যায়নের সাথে মূল্যবিচার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত অংশগুলো অবশ্যই থাকতে হবে।

আমরা এই ইউনিটে অভীক্ষা, পরিমাপ ও মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করব। এছাড়া এতে আলোচনা করা হবে মূল্যায়নের আবশ্যকীয়তা, মূল্যায়নের বিভিন্ন ধাপ, প্রকারভেদ এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রশাসকদের নিকট মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা।

এই ইউনিটে সাতটি পাঠ রয়েছে। মনে রাখবেন, একটি পাঠের সাথে পরবর্তী পাঠের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পড়তে পারলে আপনাদের সুবিধা হবে। অবশ্য এটাও সত্য যে, স্বশিখনে আপনি নিজেই আপনার পছন্দসই শিখন পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন।

পাঠ - ১ অভীক্ষা ঃ বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব
পাঠ - ২ পরিমাপ ও মূল্যায়ন
পাঠ - ৩ শিক্ষা মূল্যায়ন
পাঠ - ৪ মূল্যায়নের সাধারণ নীতিমালা
পাঠ - ৫ মূল্যায়নের বিভিন্ন ধাপ
পাঠ - ৬ মূল্যায়নের উপায় বা কৌশল
পাঠ - ৭ মূল্যায়ন কৌশলের ব্যবহার

পাঠ ১

অভীক্ষা ঃ বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

[*Test : Characteristics & Importance*]

উদ্দেশ্য

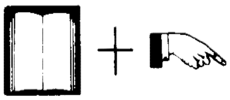

এই পাঠ শেষে আপনি —

- অভীক্ষা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন
- অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন
- অভীক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

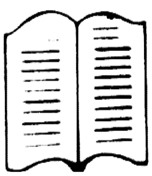

ইংরেজী Test কথাটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। ‘‘টেস্ট’’ বলতে আমরা কখনও বুঝি ‘পরীক্ষা বা যাচাই’, যেমন - টেস্ট পরীক্ষা; কখনও বুঝি পরীক্ষা নেয়া। কিন্তু শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে Test শব্দটির অর্থ একটু ভিন্নতর।

আপনাদের মনে এবার স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে Test বা অভীক্ষা বলতে তাহলে কি বোঝায়?

অভীক্ষা বা **Test**

আপনারা নিশ্চয় শিক্ষা জীবনে বহুবার পরীক্ষা দিয়েছেন। স্কুল ও কলেজে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার জন্য, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময় এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অধ্যয়ন শেষে সার্টিফিকেট লাভের জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা; এমনকি চাকরি পাবার জন্যও আপনারা পরীক্ষা দিয়ে থাকেন। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, এসব পরীক্ষায় আপনাদের সামনে এক সেট প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়েছে, যার উত্তর আপনাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে দিতে হয়েছে। অর্থাৎ, প্রত্যেকটি পরীক্ষার জন্যই এক বা একাধিক সেট প্রশ্নপত্র ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আপনাদের এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হয়েছে কখনও মৌখিকভাবে, কখনও লিখিতভাবে।

এই যে, প্রশ্নের সেট বা প্রশ্নপত্র, এ গুলোকেই বলা হয় অভীক্ষা।

শিক্ষা ক্ষেত্রে **Test** এর প্রচলিত বাংলা প্রতিশব্দ অভীক্ষা।

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ম্যারী এ. গ্রণলান্ড (Marie A. Grondlund) ও জয়সি ই. লিন (Joyce E. Linn) এর মতে,

‘‘

"The Test is the set of question". সুতরাং বলা যায়, **‘‘পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যে প্রশ্নপত্র বা উপকরণ বা কৌশল ব্যবহৃত হয় তাকে অভীক্ষা বলে।’’**

যে কোন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রই অভীক্ষা যেমন- এসএসসি., এইচএসসি বা বিএসসি তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক বা মৌখিক অংশের প্রশ্নপত্র বা কৌশলাদি, বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন।

শিক্ষামূলক অভীক্ষা

এবারে আমরা দেখব, শিক্ষামূলক অভীক্ষা বলতে কি বোঝায় ?

শিক্ষামূলক অভীক্ষা হলো সে উপকরণ বা হাতিয়ার বা যন্ত্র বা কৌশল যার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা যাচাই করে তাদের পরস্পরের শিক্ষাগত পার্থক্য নিরূপণ করা হয়।

অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য

প্রদত্ত সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে অভীক্ষার যে সব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা নিচের ছকে দেখান হলো -

ছক ১-১.১ ঃ অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যসমূহ

অভীক্ষা হলো একসেট প্রশ্ন বা কার্যের নির্দেশ যা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়।   **এসব প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্রভাবে দিতে হয় বা এসব কার্যাবলী স্বতন্ত্রভাবে সম্পাদন করতে হয়।**   **প্রাপ্ত ফল শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে শিক্ষাগত পার্থক্য নিরূপণে ব্যবহার করা হয়। এবং**   **অভীক্ষার ফল সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য হয়।**

অভীক্ষার গুরুত্ব

এবার অভীক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা যাক —

অভীক্ষা ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা থেকেই আমরা অভীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করতে পারি। অভীক্ষা শিক্ষার্থীদের পরস্পরের পার্থক্য নিরূপণ, শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়া, শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা নির্ণয়ে সহায়তা করে। এছাড়া অভীক্ষা অন্যান্য শিক্ষামূলক কাজেও ব্যবহৃত হয়। নিচে অভীক্ষার কয়েকটি গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো -

- অভীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়া হয়।
- শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য জানা শিক্ষকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই স্বাতন্ত্র্য জানতে অভীক্ষা সহায়তা করে।
- শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা সনাক্ত করে তাদের উন্নতির জন্য সঠিক নির্দেশনা প্রদানে অভীক্ষা শিক্ষক এবং নির্দেশক বা counsellor কে সহায়তা করে।
- অভীক্ষা তৈরির প্রক্রিয়া শিক্ষকের নিকট প্রদত্ত কোর্সের উদ্দেশ্য আরও নির্দিষ্ট, স্পষ্ট ও অর্থবহ করে তোলে।
- অভীক্ষার বাস্তব প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের শিখনে অধিক আগ্রহী করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। অভীক্ষার বেলায় নিচের কোনটি সঠিক? এটি -

ক. এক ধরনের পরীক্ষা
খ. পরীক্ষা নেয়ার পদ্ধতি বিশেষ
গ. পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র
ঘ. উত্তরপত্র মূল্যায়নের উপায়

২। কোনটি শিক্ষামূলক অভীক্ষার প্রকৃত সংজ্ঞা?
অভীক্ষা হলো -

ক. কোন শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর এক সেট প্রশ্ন যা শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে জবাব দেয়
খ. কোন শিক্ষণীয় বিষয়ের উপর এক সেট প্রশ্ন যা শিক্ষার্থীরা স্বতন্ত্রভাবে জবাব দেয়
গ. একটি কৌশল যার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মনোভাব জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়
ঘ. এক সেট সমস্যা যা শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে হাতে কলমে সমাধান করে

৩। অভীক্ষার ফলাফলের বেলায় কোনটি খাটে?

ক. এর প্রকাশ হবে গুণগত
খ. এর পরিমাণগত প্রকাশ থাকবে
গ. সব সময়ই ইতিবাচক হবে
ঘ. এটি সব সময়ই কঠিন হবে

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। খ, ৩। খ

পাঠ ২ পরিমাপ ও মূল্যায়ন

[*Measurement & Evaluation*]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- পরিমাপ কি তা বর্ণনা করতে পারবেন
- মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- পরিমাপ ও মূল্যায়নের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

প্রাত্যহিক জীবনে আমরা প্রায়স কোন না কোন কিছু পরিমাপ করছি। যেমন, আমরা কোন কিছুর উচ্চতা, ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি পরিমাপ করি। পরিমাপ হলো কোন কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করা। কিন্তু শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে পরিমাপ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে ইংরেজী "measurement" কথাটির অর্থ হলো, "quantification of test results." অর্থাৎ অভীক্ষার ফলের পরিমাণগত প্রকাশই পরিমাপ। আসলে পরীক্ষার ফলকে সংখ্যায় প্রকাশ করার প্রক্রিয়াই হলো পরিমাপ।

পরিমাপ

গ্রণলান্ড (Gronlund) ও লিন (Linn) পরিমাপ সম্বন্ধে বলেন -

"The process of obtaining a numerical description of the degree to which an individual possesses a particular characteristic."

(ভাবার্থ ঃ কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য কতটুকু রয়েছে তার সংখ্যাগত বর্ণনা লাভের প্রক্রিয়াই হলো পরিমাপ।)

প্যাটেল (R.N.Patel) পরিমাপকে নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন,

"Measurement is an act or a process that involves the assignment of the numerical index to whatever is being assessed" **(অন্য কথায় পরিমাপ হলো, একটি ক্রিয়া বা প্রক্রিয়া যা যে কোন মূল্য আরোপের বেলায় একটি সংখ্যাসূচক জড়িত করে।)**

কোন কিছুর সংখ্যাগত প্রকাশই হলো পরিমাপ। আমরা শিশুর উচ্চতা, ওজন, বয়স পরিমাপ করতে পারি; তার বুদ্ধিমত্তা ও বিভিন্ন বিষয়ে তার সামর্থ্যও পরিমাপ করতে পারি।

পরিমাপের প্রকারভেদ

কোন কোন পরিমাপ বেশ সহজ, আবার কোন পরিমাপ বেশ জটিল। উচ্চতা, ওজন, বয়স, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ পরিমাপ করা সহজ। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা, পরীক্ষার ফলাফল পরিমাপ করা কঠিন। কোন কোন জিনিষ বা বৈশিষ্ট্য সরাসরি পরিমাপ করা যায়; যেমন, একটি শিশুর উচ্চতা, ওজন, বয়স ইত্যাদি। এধরণের পরিমাপকে বলা হয় **প্রত্যক্ষ পরিমাপ।** এগুলো সরল পরিমাপ।

কোন কক্ষের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ প্রত্যক্ষ পরিমাপের উদাহরণ। কিন্তু মেঝের ক্ষেত্রফল কোন ধরনের পরিমাপ ?

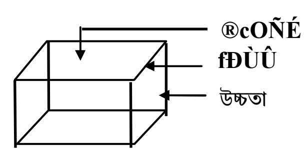

কক্ষের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মেপে দুইটিকে গুণ করে পাওয়া যায় কক্ষটির মেঝের ক্ষেত্রফল, সুতরাং ক্ষেত্রফল হলো দুই প্রত্যক্ষ পরিমাপ থেকে উদ্ভুত একটি পরিমাপ। এ ধরনের পরিমাপকে বলা হয় **পরোক্ষ পরিমাপ।**

এছাড়া আরেক ধরনের পরিমাপ রয়েছে যাকে বলা হয় আপেক্ষিক পরিমাপ।

পরিমাপ তিন প্রকারের - প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, আপেক্ষিক।

আপেক্ষিক পরিমাপের উদাহরণ হিসেবে মনস্তাত্ত্বিক বা শিক্ষামূলক পরিমাপের কথা বলা যায়। এধরনের পরিমাপ করতে হলে কোন না কোন আদর্শের সাথে তাকে তুলনা করতে হয়। শিক্ষামূলক বা মনস্তাত্ত্বিক পরিমাপে ফলাফলের সরাসরি তুলনা করা যায় না। যদি বলা হয় ঃ একটি শিশুর বুদ্ধ্যংক বা আই. কিউ. (IQ) ৬০ এবং অপর একটি শিশুর আই. কিউ.-১২০; এর অর্থ এই নয় যে, দ্বিতীয় শিশুটি প্রথম শিশুর চেয়ে দ্বিগুণ বুদ্ধিমান। কিন্তু কোন দুইটি কাঠের টুকরার একটির দৈর্ঘ্য ২০ সেমি অপরটির দৈর্ঘ্য ৪০ সেমি হলে, দ্বিতীয়টি প্রথমটির তুলনায় দ্বিগুণ লম্বা তা সহজেই বলা যায়। শিক্ষা ও মনস্তাত্ত্বিক পরিমাপে শূন্য বলে কিছু নেই। ভৌতবিজ্ঞানের পরিমাপ সমান এককে হয়; কিন্তু শিক্ষা ও মনস্তাত্ত্বিক পরিমাপ সমান এককে হয়না এবং এদের পরস্পরকে যোগ বা বিয়োগ করা যায় না।

$$\text{বুদ্ধ্যংক (IQ)} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{পকৃত বয়স}} \times ১০০$$

মূল্যায়ন

এবার দেখা যাক, মূল্যায়ন বলতে কি বোঝায়?

সাধারণ অর্থে মূল্যায়ন বলতে মূল্য আরোপ করা বোঝায়। বিভিন্ন শিক্ষাবিজ্ঞানী মূল্যায়নকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

টাকম্যান (১৯৭৫) মূল্যায়নকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"---- a process where-in the parts, process or outcome of a program are examined to see whether they are satisfactory, particularly with reference to the program's stated objectives, our own expectation or our own standard of excellence."

মূল্যায়নের সংজ্ঞা

সংজ্ঞাটির ভাবার্থ করলে এরকম দাঁড়ায়, **মূল্যায়ন হলো সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে কোন প্রোগ্রামে বিবৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমাদের নির্ধারিত মানদন্ড (স্ট্যান্ডার্ড) অনুসারে বা আমাদের মানের উৎকর্ষতা অনুযায়ী প্রোগ্রামটির কার্য প্রক্রিয়া বা ফল কতটুকু সন্তোষজনক তা পরীক্ষা বা যাচাই করা যায়।**

সুতরাং, মূল্যায়ন হলো এমন একটি ক্রিয়া বা প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা আমাদের প্রত্যাশা বা পরিমাপের মূল্য সম্পর্কে বিচার করতে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা পেতে পারি।

কোন কিছুর মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়াকেই বলা হয় মূল্যায়ন।

স্টাফলবিম প্রমূখ (Stufflebeam et al) বলেন,

“Evaluation is a process of delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives.”

সংজ্ঞাটির ভাবার্থ করলে এরকম দাঁড়ায় - **মূল্যায়ন হলো সিদ্ধান্তের বিকল্পসমূহকে বিচার বা বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য লাভ, বর্ণনা ও তথ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া। অর্থাৎ মূল্যায়ন শব্দটিকে কোন কিছুর মূল্য নিরূপণের প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।**

উদাহরণ

মনে করুন, একজন গণিতের শিক্ষক তার এক শিক্ষার্থী আন্দালিবের কৃতিত্ব পরিমাপ করে তাকে নম্বর দিলেন ৯৫ (এখানে পূর্ণমান ১০০)। এই যে নম্বর প্রদানের প্রক্রিয়া এটা পরিমাপ।

এভাবে আন্দালিবের গণিত বিষয়ের অগ্রগতি পরিমাপ করার ফলে নিঃসন্দেহে বলা চলে আন্দালিব গণিতে যথেষ্ট ভাল। এটি হলো মূল্যায়ন।
আবার মনে করুন, সামিউলের উচ্চতা মাপা হলো ১২০ সেন্টিমিটার। পরবর্তীতে শিক্ষক তার উচ্চতাকে এভাবে মূল্যায়ন করলেন যে, সামিউল বয়সের অনুপাতে লম্বায় ছোট রয়ে গেছে। সুতরাং মূল্যায়ন কথাটির সাথে **সিদ্ধান্ত গ্রহণ** বা **মূল্য আরোপ** কথাটি জড়িত।

সারণী ১-২.১ নমুনা শিক্ষার্থীর দৈহিক অগ্রগতির রেকর্ড

১২০ সে.মি

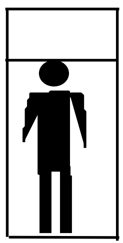

নাম	বয়স (বৎসর)	উচ্চতা (সে.মি.)	মন্তব্য
সমিউল	১০	১২০	বয়সের তুলনায় ছোট

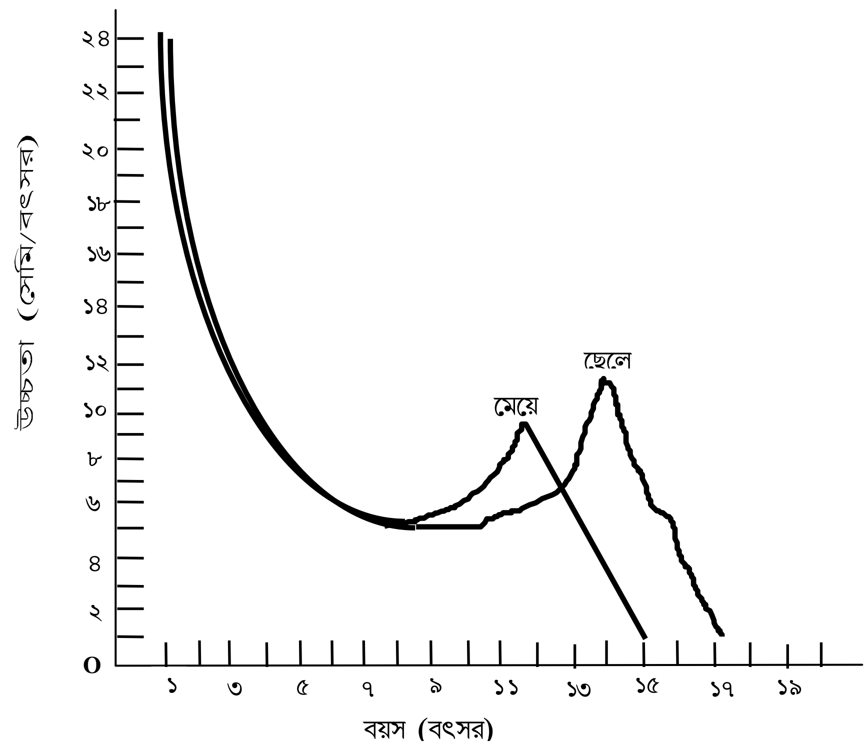

চিত্র ১-২.১ শিশু কিশোরদের বয়সভিত্তিক দৈহিক বৃদ্ধির হার (বাৎসরিক)

মূল্যায়ন ও পরিমাপের সম্পর্ক

এবার দেখা যাক , মূল্যায়ন ও পরিমাপের মধ্যে সম্পর্ক কি ?

1. মূল্যায়ন হলো ব্যাপক। পরিমাপ এর অর্ন্তভুক্ত একটি অংশ।
2. পরিমাপ হলো কোন শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের সংখ্যাগত প্রকাশ ঃ শিক্ষার্থী কতটুকু কৃতিত্ব অর্জন করেছে। আর মূল্যায়ন হলো শিক্ষার্থীর অর্জিত কৃতিত্ব কতটুকু উত্তম বা সন্তোষজনক তার গুণগত বিচার।
3. মূল্যায়ন পরিমাপের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু পরিমাপ ও মূল্যায়ন সমার্থক নয়।
4. পরিমাপ কোন অবস্থাকে বিচার করে। ঐ অবস্থাটি কত ভাল বা কতটুকু আকাঙ্খিত তার বিচার করে মূল্যায়ন।
5. পরিমাপ মূল্যায়নকারীকে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও বাহ্যিক আচরণের পরিমাণগত বর্ণনা প্রদান করে।

6. পরিমাপ মূল্যায়নের একটি উপকরণ বা হাতিয়ার মাত্র, স্বতন্ত্রভাবে এটি অর্থহীন কিন্তু এটি ব্যতীত মূল্যায়ন হবে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ।
7. শিক্ষায় সকল পরিমাপই মূল্যায়ন নয়, কোন নির্দিষ্ট মান, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের আলোকে যখন এর গুণ বা মূল্য বিচার করা হয় তখন এটি হয় মূল্যায়ন।
8. শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন শুধুই পরীক্ষা ও পরিমাপ নয়, এটি শিক্ষা বিষয়ক সকল কাজের সাথেই সমন্বিত বা সকল কাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।
9. মূল্যায়ন শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগতও বটে। আর এর মধ্যে মূল্য বিচার থাকে। গাণিতিকভাবে,

নিচের চিত্রে মূল্যায়নের স্পষ্ট ধারণা তুলে ধরা হয়েছে -

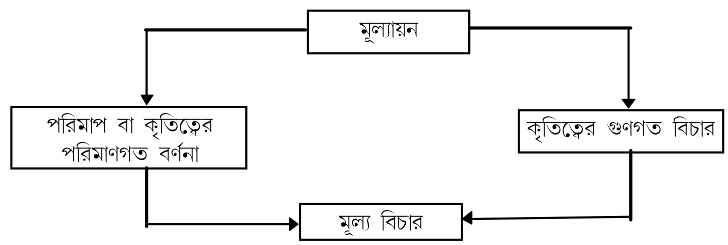

চিত্র - ১-২.২ মূল্যায়নের ধারণা

আমারা এ পাঠে পরিমাপ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে পড়লাম। পরিমাপ ও মূল্যায়নের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলাম।

মূল্যায়ন = শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা বা কৃতিত্বের পরিমাণগত বর্ণনা + শিক্ষার্থীর সামর্থ্যের গুণগত বর্ণনা + পারদর্শিতা ও সামর্থ্যের মূল্য বিচার।

উদাহরণ

এবার আসুন, শিক্ষক হিসেবে আমরা নিজেদের পেশাগত মূল্যায়ন করি। মনে করুন, দেশের কোন এক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা মহাবিদ্যালয়ে একজন বিএড প্রশিক্ষণার্থী তত্ত্বীয় বিষয়গুলোতে গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর পেলেন। এটি তার জ্ঞানার্জনে পারদর্শিতার পরিমাণগত বর্ণনা। কিন্তু শ্রেণীকক্ষ পাঠদান পর্যবেক্ষকের মন্তব্য অনুযায়ী তিনি শ্রেণী ব্যবস্থাপনায় দুর্বল, শিক্ষার্থীরা তার ক্লাসে গণ্ডগোল করে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় তিনি কোন উপকরণ ব্যবহার করেন না, তার চকবোর্ডের কাজ অগোছালো ও অপরিচ্ছন্ন। এটি তার "শ্রেণীকক্ষ পাঠদান" সম্বন্ধীয় পারদর্শিতার গুণগত বর্ণনা।

সারণী ১-২.২ নমুনা প্রশিক্ষকের পেশাগত মূল্যায়ন

শিক্ষকতা পেশা	
পরিমাণগত বর্ণনা	**গুণগত বর্ণনা**
প্রাপ্ত গড় নম্বর ৬০%	শ্রেণী ব্যবস্থাপনায় দুর্বল। শিক্ষার্থীরা তার ক্লাসে গণ্ডগোল করে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় তিনি কোন উপকরণ ব্যবহার করেন না। তার চকবোর্ডের কাজ অগোছালো ও অপরিচ্ছন্ন।

উপরোক্ত উভয় প্রকার (পরিমাণগত ও গুণগত) বর্ণনা থেকে যখন এই সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, **তিনি একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক,** তখন এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে বলা হবে ঐ বিশেষ প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষকতা পেশার সার্বিক মূল্যায়ন।

সারণী ১-২.৩ ঃ সারণী ১-২.২ এ উল্লিখিত শিক্ষকের শিক্ষকতা পেশার সার্বিক মূল্যায়ন

সার্বিক মূল্যায়ন
উল্লিখিত প্রশিক্ষক একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। পরিমাপ বলতে কোনটি বোঝায়?
শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার -

ক. গুণগত প্রকাশ
খ. পরিমাণগত প্রকাশ
গ. যাথার্থতা বিচার
ঘ. মূল্য নির্ণয়

২। পরিমাপ ও মূল্যায়নের পার্থক্য হলো -

ক. মূল্যায়ন সার্বিক, পরিমাপ আংশিক
খ. পরিমাপ সার্বিক, মূল্যায়ন আংশিক
গ. মূল্যায়ন পরিমাণগত, পরিমাপ গুণগত
ঘ. মূল্যায়ন শিক্ষকের, পরিমাপ শিক্ষার্থীর

৩। নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. পরিমাপ = মূল্যায়ন + সিদ্ধান্ত গ্রহণ
খ. মূল্যায়ন = পরিমাণগত পরিমাপ + সিদ্ধান্ত গ্রহণ
গ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ = গুণগত ও পরিমাণগত মূল্যায়ন
ঘ. মূল্যায়ন = পরিমাণগত ও গুণগত পরিমাপ + মূল্য বিচার

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ক, ৩। খ

পাঠ ৩

শিক্ষা মূল্যায়ন

[Educational Evaluation]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষা মূল্যায়ন কি তা বর্ণনা করতে পারবেন
- মূল্যায়নের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন।

পূর্ববর্তী পাঠে সাধারণভাবে মূল্যায়ন বলতে কি বোঝায় তা আমরা আলোচনা করেছি। এ পাঠে আমাদের আলোচ্য বিষয় শিক্ষা মূল্যায়ন।

শিক্ষার্থীকে জ্ঞানদানই শিক্ষা নয়, শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ। সুতরাং, শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়বস্তু ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে পারদর্শী হলেই চলবে না তাদেরকে শিক্ষণ-শিখনের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য যথোপযুক্ত মূল্যায়ন উপকরণ (test battery) তৈরি করা ও তা ব্যবহারে পারদর্শী হতে হবে।

শিক্ষা মূল্যায়ন

শিক্ষা মূল্যায়নের নতুন ধ্যান-ধারণার সাথে শিক্ষককে পরিচিত হতে হবে এবং মূল্যায়নের ধারণা বা প্রত্যয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে তার পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে।

এখন দেখা যাক, শিক্ষা মূল্যায়ন বলতে কি বোঝায় ? শিক্ষা মূল্যায়ন হলো,

৬৬

"The systematic process of collecting, analysing and interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving instructional objectives" (Gronlund & Linn, 1990).

গ্রনলান্ড ও লিন-এর সংজ্ঞার ভাবার্থ হলো, **শিক্ষণ উদ্দেশ্যের কতটুকু শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পেরেছে তা নির্ণয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হল মূল্যায়ন।**

মূল্যায়নের সংজ্ঞাটিকে আরও বিশ্লেষণ করে এরকমভাবে লেখা যায়, মূল্যায়ন হলো এমন একটি ধারাবাহিক অবিরত (নিরবচ্ছিন্ন) প্রক্রিয়া যার সাহায্যে নির্ণয় করা যায় —

- পূর্বে সনাক্তকৃত ও বর্ণিত শিক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু অর্জিত হয়েছে।
- শ্রেণীকক্ষে প্রদত্ত শিখন অভিজ্ঞতা বা পাঠদান কতটুকু কার্যকর হয়েছে।
- শিক্ষার লক্ষ্যগুলো কত উত্তমভাবে অর্জিত হয়েছে। (প্যাটেল, ১৯৮৯)

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি -

- মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগত (systematic) প্রক্রিয়া।
- মূল্যায়ন একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন পাশাপাশি চলে।
- মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয় যে, শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি পূর্বেই সনাক্ত ও বর্ণনা করা হয়েছে।
- মূল্যায়নের সাথে তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি ও অভীক্ষা জড়িত।

- শিক্ষণের চেয়ে শিখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুসারে শিখন অভিজ্ঞতা এমন প্রাসঙ্গিক হতে হবে যেন এগুলো শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করে।
- শিক্ষার্থীর আচরণ সম্পর্কে প্রমাণ সংগ্রহের সবগুলো উপায় কাজে লাগায়।
- মূল্যায়ন বর্ণনামূলক ও পরিমাণগতও বটে।
- মূল্যায়ন চারটি বিষয়ের সাথে জড়িত। এগুলো হলো -

উদ্দেশ্য ঃ শিক্ষার সুসংজ্ঞায়িত লক্ষ্য

বিষয়বস্তু ঃ শিক্ষণীয় বিষয়

শিখন অভিজ্ঞতা ঃ পদ্ধতি, পরীক্ষণ, আলোচনা, প্রশ্ন, প্রদর্শন

মূল্যায়ন কৌশল ও উপকরণ ঃ লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি

উপরোক্ত বক্তব্যকে চিত্রের সাহায্যে এভাবে দেখানো যায়,

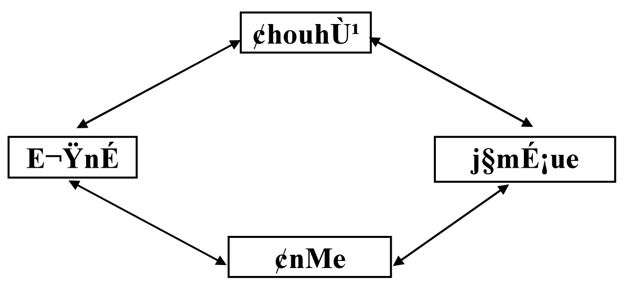

চিত্র ১-৩.১ মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

মূল্যায়নের গুরুত্ব

এবার আমরা মূল্যায়নের গুরুত্ব আলোচনা করব। মূল্যায়নের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য থেকে আপনারা নিশ্চয়ই এর মধ্যে ধারণা করে নিয়েছেন যে, মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা কি।

আসুন, আমরা দেখি মূল্যায়নের গুরুত্ব কি?

1. ত্রুটিহীন, যুক্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু শিক্ষামূলক (educational) সিদ্ধান্ত গ্রহণে মূল্যায়ন প্রয়োজনীয়।

2. শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীর কি লাভ হবে বা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে সমাজ, জাতি ও দেশ কি পাচ্ছে তা মূল্যায়নের ফলাফল থেকেই জানা সম্ভব।

3. শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষার বিষয়বস্তুকে মূল্যায়ন করেন। মূল্যায়নের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষক তার শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন করতে পারেন।

4. মূল্যায়ন শিক্ষাক্রম উন্নয়নে সহায়তা করে।

5. মূল্যায়ন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু, শ্রেণী শিক্ষণ (classroom instruction) বা শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া (teaching-learning process) ও অভীক্ষণ পদ্ধতি (testing procedure) কে শিক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এবং শিক্ষামূলক সমস্যাসমূহের বিজ্ঞানসম্মত সমাধানে সহায়তা করে।

6. উত্তম মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষার লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা ও সুস্পষ্টকরণে সহায়তা করে।

7. শিক্ষাবিদ, প্রশাসক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণের সবাই শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। সুতরাং এটাই স্বাভাবিক যে, শিক্ষার লক্ষ্য কতটুকু অর্জিত হলো তা তারা জানতে চাইবেন। আর মূল্যায়নের মাধ্যমে তা জানা সম্ভব।

8. শিক্ষা বাস্তবিকভাবেই একটি বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ এন্টারপ্রাইজ। এর প্রক্রিয়া ও উৎপাদ (product) আমরা চূড়ান্তভাবে মূল্যায়ন করে থাকি। একটি পর্যাপ্ত শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার জন্য মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। শিক্ষা মূল্যায়ন বলতে কি বোঝায়?
- ক. শিক্ষার উদ্দেশ্য সনাক্ত করা ও লেখা
- খ. বৎসরের শেষে পরীক্ষা নিয়ে নম্বর প্রদান
- গ. শিক্ষার উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা নিরূপণ করা
- ঘ. পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করা

২। মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক, পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া। এছাড়া এটি কোন ধরনের প্রক্রিয়া?
- ক. অবিচ্ছিন্ন
- খ. স্থায়ী
- গ. সাময়িক
- ঘ. বিচ্ছিন্ন

৩। কোনটির প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা হয়?
- ক. বিষয়বস্তু
- খ. উদ্দেশ্য
- গ. শিক্ষাক্রম
- ঘ. শিক্ষণ পদ্ধতি

৪। মূল্যায়নের বেলায় কোন বিষয়টি মনে রাখতে হবে?
- ক. শিখনের চেয়ে শিক্ষণ বেশি দরকারী
- খ. শিক্ষণের চেয়ে শিখন বেশি গুরুত্বপূর্ণ
- গ. শিক্ষাদান পদ্ধতি হতে হবে সহজ ও সরল
- ঘ. শিক্ষকই শিখন-শিক্ষণের কেন্দ্রবিন্দু

৫। নিচের কোনটির মূল্যায়ন দ্বারা শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষাক্রম ও বিষয়বস্তুর উপযোগিতা যাচাই ও উৎকর্ষ সাধন সম্ভব?
- ক. শিক্ষক
- খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- গ. শিক্ষার্থী
- ঘ. পাঠ্যপুস্তক

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ক, ৩। খ, ৪। খ, ৫। খ

পাঠ ৪

মূল্যায়নের সাধারণ নীতিমালা

[*General Principles of Evaluation*]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- মূল্যায়নের সাধারণ নীতিমালা উল্লেখ করতে পারবেন
- শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিমাপের ত্রুটিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মূল্যায়নকে সাধারণভাবে কতগুলো কৌশলের সমাবেশ মনে হলেও প্রকৃত অর্থে মূল্যায়ন তা নয়। শিক্ষার্থীদের শিখন ও উন্নয়নের প্রকৃতি ও বিস্তৃতি বা পরিধি নির্ণয়ের সমন্বিত প্রক্রিয়া হলো মূল্যায়ন। মূল্যায়নের কার্যকারিতা কিছু সাধারণ নীতির ওপর নির্ভরশীল। এসব নীতিগুলো মেনে চললে মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে কার্যকর হয়।

সাধারণ নীতিমালা

মূল্যায়নের সাধারণ নীতিমালা হলো —

১. *কি মূল্যায়ন করতে হবে তা সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্টকরণ এবং অগ্রাধিকার প্রদান*

কি মূল্যায়ন করতে হবে তার সতর্ক বর্ণনার ওপর মূল্যায়নের কার্যকারিতা অনেকখানি নির্ভর করে। মূল্যায়নের কৌশল বা উপকরণ তৈরির পূর্বেই সুনির্দিষ্ট করে নিতে হবে - কোন্ বৈশিষ্ট্য আমরা পরিমাপ করতে চাই। সুতরাং, শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা মূল্যায়নের বেলায় কৃতিত্ব পারিমাপক উপকরণ নির্বাচনের পূর্বেই প্রত্যাশিত শিখনফল (learning outcomes) সুনির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

২. *যে বৈশিষ্ট্য বা কৃতিত্ব পরিমাপ করতে হবে নির্বাচিত মূল্যায়ন কৌশলটি অবশ্যই তার প্রাসঙ্গিক হবে*

প্রায় সবসময়ই নৈর্ব্যক্তিকতা, সঠিকতা ও ব্যবহারের সুবিধার ওপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন কৌশল বা উপকরণ নির্বাচন করা হয়। যদিও এসব মানদণ্ড বা বিচারের মাপকাঠি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু, এগুলো প্রধান মানদণ্ড ''মূল্যায়নযোগ্য শিখন ও উন্নয়ন পরিমাপের জন্য সবচেয়ে কার্যকর কৌশল কিনা?'' - তার তুলনায় গৌণ। প্রতিটি কৌশলই কোন না কোন কিছু পরিমাপের জন্য যথোপযুক্ত কিন্তু, শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে এটা সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, যে শিখন ফল আমরা পরিমাপ করতে চাই, তার সাথে অভীক্ষা পদের (test item) বা প্রশ্নের ঘনিষ্ঠ মিল বা নিবিড় সম্পর্ক আছে কি না?

৩. *সমন্বিত মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন নানান রকম মূল্যায়ন কৌশল*

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিদ্যালয় কার্যক্রমে যে ব্যাপক শিখন ও উন্নয়ন ফল প্রত্যাশা করা হয় তা পরিমাপ করা কোন একক কৌশল বা পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব নয়। নৈর্ব্যক্তিক কৃতিত্বের অভীক্ষা শিক্ষার্থীর জ্ঞান উপলব্ধি ও জ্ঞানের প্রয়োগ পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু, শিক্ষার্থীদের শিখন বিষয়ের প্রকাশ ক্ষমতা ও সংগঠনের সামর্থ্য যাচাইয়ের জন্য রচনামূলক অভীক্ষা, লিখিত প্রজেক্ট বা অ্যাসাইনমেন্ট খুবই প্রয়োজনীয়। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা বা কৃতিত্ব (performance), দক্ষতা এবং শিক্ষার্থীদের আচরণের বিভিন্ন দিক পরিমাপের

জন্য পর্যবেক্ষণ কৌশল ব্যবহার করতে হয়। শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিমাপের জন্য আত্ম-প্রতিবেদন (self-report) কৌশল ব্যবহার করা প্রয়োজন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব বা উন্নয়নের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র লাভের জন্য বিভিন্ন রকমের মূল্যায়ন কৌশল থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে সমন্বিত করা প্রয়োজন।

৪. মূল্যায়ন কৌশলের যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন তাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা

মূল্যায়ন উপকরণের মধ্যে যেমন আছে অত্যন্ত উন্নত পরিমাপ যন্ত্র/উপকরণ (যেমন - আদর্শ প্রবণতা ও কৃতিত্ব অভীক্ষা), তেমনি আছে ত্রুটিপূর্ণ বা অশোধিত পরিমাপ উপকরণ (যেমন, পর্যবেক্ষণ ও আত্ম প্রতিবেদন কৌশল)। এমনকি শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্ট পরিমাপ যন্ত্র বা উপকরণও যে ফল প্রদান করে বা যে পরিমাপ করে তাতেও নানান রকম যান্ত্রিক ত্রুটি থাকতে পারে। শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানের পরিমাপে যেসব ত্রুটি থাকতে পারে সেগুলো হলো -

শিক্ষামূলক পরিমাপের বিভিন্ন ত্রুটি

- নমুনায়ন-ভ্রান্তি
- দৈব নিয়ামকজনিত ভ্রান্তি
- পরিমাপকৃত ফলের ভুল ব্যাখ্যাজনিত ভ্রান্তি

নমুনায়ন-ভ্রান্তি

কোন কৃতিত্ব অভীক্ষা তৈরির সময় কোন নির্দিষ্ট ডোমেইনে শিক্ষণ বিষয়বস্তু (instructional content) নমুনায়ন থেকে বাদ পড়তে পারে। একটু সতর্ক হলেই এ ধরনের ভ্রান্তি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

দৈব নিয়ামকজনিত ভ্রান্তি

এ ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার বেলায় অনুমানজনিত ভ্রান্তি, রচনামূলক অভীক্ষার বেলায় নম্বর প্রদানে ব্যক্তি নির্ভরতা, পর্যবেক্ষণ কৌশলের ভুল সিদ্ধান্ত বা বিচার, আত্ম-প্রতিবেদনের বেলায় অসঙ্গতিপূর্ণ উত্তর প্রদান ইত্যাদি। মূল্যায়ন কৌশলের সতর্ক ব্যবহার দ্বারা এ ধরনের ভ্রান্তি কমিয়ে আনা যায়।

পরিমাপকৃত ফলের ভুল ব্যাখ্যাজনিত ভ্রান্তি

কোন কোন সময় অভীক্ষা প্রয়োগকারী বা ব্যবহারকারীগণ অভীক্ষার ফল যতটুকু সঠিক তার চেয়ে বেশি সঠিক করে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আবার এরকমও হতে পারে যে বৈশিষ্ট্য মাপার জন্য অভীক্ষা বা উপকরণটি তৈরি করা হয়েছে তার সীমার বাইরে একে ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেন। অভীক্ষার ফলের ভুল ব্যাখ্যা প্রায়ই করা হয় কিন্তু, অভীক্ষাটি কি পরিমাপ করতে চায় সে সম্পর্কে সতর্ক হলে ভুল ব্যাখ্যাজনিত ভ্রান্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

আমরা মূল্যায়নের সাধারণ নীতিমালা আলোচনা করতে গিয়ে মূল্যায়ন কৌশলের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করলাম। কারণ এসব নীতিমালার সাথে উপকরণের সীমাবদ্ধতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন কৌশল বা উপকরণ ব্যবহার করলে এসব সীমাবদ্ধতা অনেকখানি কাটিয়ে ওঠা যায় এবং মূল্যায়ন হয় কার্যকর ও অর্থবহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কোন্‌টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্টকরণ করতে হবে?

ক. কি মূল্যায়ন করা হবে
খ. কোথায় মূল্যায়ন করা হবে
গ. কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে
ঘ. কেন মূল্যায়ন করা হবে

২। মূল্যায়ন কৌশলের যথোপযুক্ত ব্যবহারের জন্য কোন বিষয়ে সচেতনতা বেশি প্রয়োজন?
মূল্যায়ন কৌশলের -

ক. পর্যাপ্ততা
খ. ব্যবহারযোগ্যতা
গ. সীমাবদ্ধতা
ঘ. পরিমিততা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা মূল্যায়নে যেসব ভ্রান্তি থাকতে পারে সেগুলোর নাম উল্লেখ করুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। খ,

পাঠ ৫

মূল্যায়নের বিভিন্ন ধাপ

[*Different Steps of Evaluation*]

উদ্দেশ্য

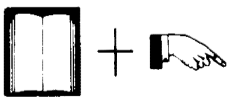

এই পাঠ শেষে আপনি —

- মূল্যায়নের ছয়টি ধাপের নাম উল্লেখ করতে পারবেন
- মূল্যায়নের ছয়টি ধাপের বর্ণনা দিতে পারবেন
- মূল্যায়নের কোন ধাপে কি করণীয় কাজ তা বর্ণনা করতে পারবেন।

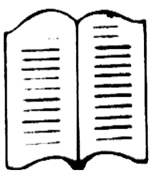

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে এর আগে আমরা বলেছিলাম, মূল্যায়ন চারটি বিষয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এগুলো হলো শিক্ষণ-শিখনের উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিখন অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি। এই চারটি বিষয় কিভাবে সম্পর্কযুক্ত তা বুঝতে হলে আমাদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে জানতে হবে।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ

মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে ছয়টি ধাপে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই ধাপগুলো হলো —

1. সাধারণ উদ্দেশ্য সনাক্তকরণ ও তার বর্ণনা
2. বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ সনাক্তকরণ ও বর্ণনা
3. প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ-বিষয় নির্বাচন
4. যথোপযুক্ত শিখন কার্যাবলীর পরিকল্পনা
5. মূল্যায়নকরণ
6. ফিডব্যাক বা ফলাবর্তন হিসাবে মূল্যায়নের ফলের ব্যবহার

আসুন, এবার আমরা মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার এই ছয়টি ধাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। মূল্যায়নের প্রথম ধাপটি হলো —

১. সাধারণ উদ্দেশ্য সনাক্তকরণ ও তার বর্ণনা

উদ্দেশ্যের সাপেক্ষে শিক্ষণ-শিখনের বিচারকরণই হলো মূল্যায়ন।

প্রথমেই আমাদের ঠিক করে নিতে হবে আমরা কি মূল্যায়ন করতে চাই? অর্থাৎ শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি? যে নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষাদান করতে হবে তার শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য কি? শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সনাক্ত করতে হবে এবং লিখে নিতে হবে। মনে করুন, একজন শিক্ষার্থী একবছর ধরে পদার্থ বিজ্ঞানের একটি কোর্স পড়বে। এক বৎসর পদার্থ বিজ্ঞান পাঠ করার পর তার মধ্যে কি সামর্থ্য ও যোগ্যতা, কি জ্ঞান, কি দক্ষতার বিকাশ আকাঙ্খিত তার সাধারণ ও ব্যাপক বর্ণনাই সাধারণ উদ্দেশ্য। মূল্যায়নের পূর্বে শিক্ষককে এসব সাধারণ উদ্দেশ্য সনাক্ত ও চিহ্নিত করে নিতে হবে।

কোন একটি বিষয় পাঠের শেষে শিক্ষার্থী কি করতে সক্ষম হবে অর্থাৎ তার মধ্যে কি জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থ্যের বিকাশ ঘটবে তার বর্ণনাই হলো শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য।

শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য সনাক্ত ও সংজ্ঞায়িতকরণ বেশ জটিল কাজ। এ কাজটি করার জন্য একক কোন পদ্ধতি নেই যা সকল শিক্ষকের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। কেউ কেউ কোর্সের বিষয়বস্তু দিয়ে শুরু করতে পছন্দ করেন, অনেকে শুরু করেন শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য থেকে,

কেউ কেউ আবার এই নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞদের তৈরি উদ্দেশ্যের তালিকা দিয়ে শুরু করেন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থী। উদ্দেশ্যের বিবৃতি বা বর্ণনার ক্ষেত্রে সবসময়ই মনে রাখতে হবে কোর্সটি অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীর আচরণগত কি পরিবর্তন ঘটবে। এই আচরণগত পরিবর্তনকে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, বোধগম্যতা (ধীশক্তি), প্রয়োগ ক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গী, আগ্রহ ও বিচার ক্ষমতার (appreciation) মাধ্যমে বিবৃত করতে হবে। এই বিবৃতিই শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য। সাধারণ উদ্দেশ্য খুব ব্যাপক বলে সব সময় সরাসরি অর্জনযোগ্য নয়। এজন্য আমাদের শিক্ষায় বিশেষ উদ্দেশ্য বা আচরণিক উদ্দেশ্য সনাক্ত ও বর্ণনা করতে হয়।

মনে করুন, একজন ভূগোল শিক্ষক ''বাংলাদেশের নদ-নদী'' পড়ানোর জন্য নিচের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি সনাক্ত ও বর্ণনা করলেন -

শিখন উদ্দেশ্য (সাধারণ)

জ্ঞান লাভ
দক্ষতা অর্জন করা

ধারণা অর্জন করা

1. শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের নদ-নদী সম্পর্কে <u>জ্ঞান লাভে</u> সক্ষম হবে।
2. শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন নদ-নদীর গতিপথ দেখানোর <u>দক্ষতা অর্জন করবে।</u>
3. শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলোর প্রভাব সম্পর্কে <u>ধারণা অর্জন করবে।</u>

এর পরের ধাপটি হবে এই সাধারণ উদ্দেশ্য থেকে বিশেষ বা আচরণিক উদ্দেশ্য সনাক্তকরণ বা বর্ণনা করা। কারণ, আচরণিক উদ্দেশ্য সরাসরি অর্জনযোগ্য। এগুলো **পর্যবেক্ষণযোগ্য** ও **পরিমাপযোগ্য।**

২. বিশেষ উদ্দেশ্য সনাক্ত ও বিবৃত করণ

সাধারণ উদ্দেশ্যগুলো ব্যাপক, বিশেষ উদ্দেশ্য হলো সুনির্দিষ্ট। <u>বিশেষ উদ্দেশ্যকে যখন আচরণিক পরিভাষায় লেখা হয় তখন একে বলা হয় **আচরণিক উদ্দেশ্য।**</u> আমরা জানি, শিখন হলো মানুষের আচরণগত পরিবর্তন। কোন প্রত্যাশিত অভিমুখে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধন হলেই শিখন ঘটেছে বলে মনে করা হয়। শিক্ষক সব সময়ই অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন বা শিখনকে বেশি প্রাধান্য দেন। শ্রেণী-শিক্ষণ থেকে শিক্ষার্থীর যে আচরণগত পরিবর্তন ঘটে তাকে বলা হয় **শিখন-ফল**। যে কাজটি শিক্ষককে সবচেয়ে আগে এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে করতে হবে তাহলো শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার শেষে শিক্ষার্থীর নিকট থেকে কি ধরনের শিখনফল প্রত্যাশা করা হচ্ছে তা সনাক্ত ও বর্ণনা করা। শিখন ফলের এই বর্ণনা হবে আচরণিক পরিভাষায়। প্রত্যাশিত এই **শিখন-ফলের** আচরণিক পরিভাষায় বর্ণনা বা বিবৃতিকে বলা হয় আচরণিক উদ্দেশ্য। সুতরাং আচরণিক উদ্দেশ্য হলো **কোন শিক্ষণ-শিখন কার্যের শেষে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কি শিখন-ফল প্রত্যাশা করা হচ্ছে আচরণিক পরিভাষায় তার বর্ণনা বা বিবৃতি।** অন্য কথায়,

আচরণিক পরিভাষায় প্রত্যাশিত শিখন-ফলের বিবৃতিই হলো আচরণিক উদ্দেশ্য।

আসুন, প্রশ্ন এবং উত্তর পদ্ধতিতে আমরা নিজেরাই শিখে নেই।

বিশেষ নির্দেশ ঃ নিচের প্রত্যেকটি শূন্যস্থানের উত্তর প্রথমে নিজে তৈরি করুন, পরে ডান দিকের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন (প্রথমে উত্তর অংশ ঢেকে রাখুন)।

প্রশ্ন

প্রশ্নঃ ‘‘বাংলাদেশের নদ-নদী’’ পড়ানোর জন্য একজন শিক্ষক কি ধরনের আচরণিক উদ্দেশ্য লিখতে পারেন?

উঃ এই পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা —	**আচরণিক উদ্দেশ্য**
1. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলির ----------- লিখতে পারবে	তালিকা (লেখা)
2. বাংলাদেশের পাঁচটি প্রধান নদীর -------------- উল্লেখ করতে পারবে	উৎপত্তিস্থল (উল্লেখ করা)
3. পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা নদীর ---------------------------- লিখতে পারবে	শাখা প্রশাখার নাম (লেখা)
4. বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে পাঁচটি প্রধান ---------------- দেখাতে পারবে	নদীর গতিপথ (দেখানো)
5. বাংলাদেশের অন্ততঃ দুইটি প্রধান ----------------------- করতে পারবে।	নদীর গতিপথ বর্ণনা (বর্ণনা)

a

এখানে আচরণিক উদ্দেশ্যগুলো কি কি?	
1. ---	তালিকা লিখতে পারবে
2. ---	উৎপত্তিস্থল উল্লেখ করতে পারবে
3. ---	শাখা-প্রশাখার নাম লিখতে পারবে
4. ---	নদীর গতিপথ দেখাতে পারবে
5. ---	নদীর গতিপথ বর্ণনা করতে পারবে।

এসব আচরণিক উদ্দেশ্য শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে যেমন দিক নির্দেশনা দেবে তেমনি শিক্ষককে সহায়তা করবে শিখন কার্যাবলী ও মূল্যায়নের পরিকল্পনা ও সংগঠন করতে। সুতরাং বলা চলে, আচরণিক উদ্দেশ্য শিক্ষককে দুই প্রকারের কাজে সহায়তা করে ঃ

1. শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন কার্যাবলী পরিকল্পনা ও সংগঠনে।
2. শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিখন অভিজ্ঞতা মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত মূল্যায়ন পদ্ধতির ব্যবহারে।

৩. শিক্ষণের প্রাসঙ্গিক বিষয় নির্বাচন

উদ্দেশ্য যেন অর্জন করা যায় এমন প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ বিষয় নির্বাচনের একটি হলো মূল্যায়নের তৃতীয় ধাপ। অর্থাৎ উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়ে যাবার পরবর্তী ধাপটি হলো শিক্ষণের বিষয়বস্তু (শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচি ও কোর্স) নির্বাচন যা শিক্ষণ কালে উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হয়।
শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণের পর তার প্রেক্ষিতে বিষয়বস্তু অর্থাৎ শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসুচি ও কোর্স নির্ধারণের কাজটি করে থাকেন শিক্ষা দার্শনিক ও শিক্ষাবিদগণ। আমাদের দেশে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন কমিটি এ কাজটি করে আর শ্রেণী শিক্ষকগণ উদ্দেশ্য ও শিক্ষণের বিষয়বস্তু যথাক্রমে সনাক্তকৃত ও তৈরি পেয়ে থাকেন। তাদের কাজের পরিধি হলো ঃ

- কোন বিষয়ের বিষয়বস্তু বা সূচিকে বিশ্লেষণ করে তাকে প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ-বিষয়ে পরিণত করা।
- প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ-বিষয় দ্বারা কোন্ কোন্ আচরণিক উদ্দেশ্য অর্জন করা যায় তা নির্ধারণ করা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ-বিষয় নির্বাচনের জন্য প্রথম ধাপটি হবে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয় ধাপটি হবে কি কি আচরণিক উদ্দেশ্য অর্জন করা যাবে তা নির্ধারণ।

প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ-বিষয় নির্বাচনের বেলায় সব সময়ই শিক্ষককে উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর কথা মনে রাখতে হবে।

৪. যথোপযুক্ত শিখন কার্যাবলীর পরিকল্পনাকরণ

এ পর্যন্ত আমরা যে সব বিষয় বিবেচনা করেছি তাতে দেখা যায় যে, উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কযুক্তকরণ খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু নতুন ধাপ অর্থাৎ শিখন কার্যাবলীর পরিকল্পনা পর্যায় থেকে কাজটি হয়ে যায় জটিল। কারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য কি শিখন কার্যাবলী নির্ধারণ করা যেতে পারে শিক্ষককে এই ধাপে তার পরিকল্পনা যেমন করতে হয় তেমনি তাকে খেয়াল রাখতে হয় দুইটি বিষয়ের প্রতি ঃ উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ বিষয়।

পরিকল্পনা পর্যায়ের তিনটি মাত্রা

প্রক্রিয়াটি হয়ে দাঁড়ায় ত্রিমাত্রিক যার তিনটি স্থানাঙ্ক হল **উদ্দেশ্য, প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ বিষয় ও লিখন অভিজ্ঞতা।** শিক্ষক উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু তৈরিই পেয়ে যান (এগুলো যথাক্রমে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে থাকে)। কোন্ শিখন অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালন করলে উদ্দেশ্যগুলির অধিকাংশ অর্জিত হবে তা নির্বাচনে শিক্ষকের স্বাধীনতা থাকে। এসব শিখন অভিজ্ঞতা সঞ্চালনের জন্য শিক্ষক তার পছন্দমত যে কোন পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন-

- তিনি ব্যবহার করতে পারেন বক্তৃতা পদ্ধতি কিংবা আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন।
- তিনি পরীক্ষাগার পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের দাঁড় করাতে পারেন আবিষ্কারকের ভূমিকায়, অর্থাৎ তিনি আবিষ্কার পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন বা পারেন ডেমনস্ট্রেশন (প্রদর্শন) পদ্ধতি ব্যবহার করতে।
- তিনি শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে দিয়ে দলীয় আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ দিতে পারেন, দিতে পারেন স্বতন্ত্র কাজ (individual work),
- তিনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ভ্রমণে নিয়ে যেতে পারেন।
- তিনি শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন শ্রবণ-দর্শন উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষা দিতে পারেন অথবা বলতে পারেন পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক গ্রন্থ পাঠ করে শিক্ষার্থীদের শেখার কাজটি সম্পন্ন করতে।

চিত্র ১-৫.১ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ জাদুঘরে শিক্ষা ভ্রমণে যাচ্ছে

এ রকম বিভিন্ন শিখন কার্যাবলী তিনি উপস্থাপন করতে পারেন। কিন্তু তিনি যে শিখন কার্যাবলীই শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচন করুন না কেন, তাকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে যেন উদ্দেশ্য ও মূল্যায়ন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়। অর্থাৎ, এসব শিখন কার্যাবলী হবে এমন যা উদ্দেশ্য অর্জনে সাহায্য করে এবং শিক্ষককে মূল্যায়নের পদ্ধতি নিরূপণে সহায়তা করে।

৫. মূল্যায়নকরণ

যথোপযুক্ত শিখন অভিজ্ঞতা পরিকল্পনা করার পরবর্তী ধাপটি হল শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা। শিখনের ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে কি পরিবর্তন ঘটল বা কি শিখন-ফল পাওয়া গেল তা শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করেন বা পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব পরিমাপ করতে পারেন। এইজন্য তাকে মূল্যায়নের সঠিক কৌশল নির্বাচন অথবা উদ্ভাবন করতে হবে। মূল্যায়নের সময় শিক্ষককে তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে। এগুলো হলো উদ্দেশ্য, প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ বিষয় ও শিখন কার্যাবলী। কিন্তু সব সময়ই মূল্যায়নের কেন্দ্রবিন্দু থাকবে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপর। এ কাজটি তিনি প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ বিষয়ের তালিকা তৈরি এবং শিখন কার্যাবলীর পরিকল্পনা না করে করতে পারবেন না। শিক্ষক যে শিখন কার্যাবলী উপস্থাপন করেন তার থেকে শিক্ষার্থী শিখন অভিজ্ঞতা (learning experience) লাভ করে। যে প্রাসঙ্গিক শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে আলোচনা করেছেন এবং শ্রেণী শিক্ষণ থেকে শিক্ষার্থীরা যে শিখন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তার অধিকাংশকে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষক অভীক্ষা তৈরি করতে পারেন। তিনি নিতে পারেন কোন মৌখিক পরীক্ষা বা লিখিত পরীক্ষা, এছাড়া তিনি ব্যবহারিক পরীক্ষাও নিতে পারেন। তিনি তৈরি করতে পারেন নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বা রচনামূলক অভীক্ষা বা কোন পর্যবেক্ষণ ছক। যে অভীক্ষাই তিনি তৈরি বা নির্বাচন করেন না কেন তাকে মনে রাখতে হবে **সেটি যেন সর্বোত্তমভাবে উদ্দেশ্য, প্রাসঙ্গিক শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন করে।**

৬. পরীক্ষার ফলকে ফিডব্যাক হিসেবে ব্যবহার করা

মূল্যায়নের সর্বশেষ এবং একটি অতি প্রয়োজনীয় ধাপ হলো পরীক্ষার ফলকে ফিডব্যাক হিসেবে ব্যবহার করা।

মূল্যায়নের পর কোন শিক্ষক যদি দেখেন যে, তার উদ্দেশ্য সন্তোষজনকভাবে বা পুরোপুরিভাবে অর্জিত হয়নি তাহলে তিনি —

- তার উদ্দেশ্যকে পুনর্বিবেচনা করে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারেন।
- তিনি তার প্রদত্ত শিখন কার্যাবলীকে পুনর্গঠিত করতে পারেন।
- তিনি শিক্ষার্থীর ও তার নিজের দুর্বলতা ও সবলতা সনাক্ত করে তা সংশোধন বা নিরাময়ের ব্যবস্থা নিতে পারেন। মূল্যায়নের ভিত্তিতে তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষণ পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণ ও শিখন কার্যাবলীকে সংশোধন, পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধন করতে পারেন।
- মূল্যায়নের ভিত্তিতে উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনকেই বলা হয় ফিডব্যাক বা ফলাবর্তন। মূল্যায়ন থেকে যে ফলই পাওয়া যাক না কেন শিক্ষার্থীর শিখন ও শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য তা ব্যবহার করতে হবে। নিচের চিত্রে ফিডব্যাক প্রক্রিয়া দেখান হল।

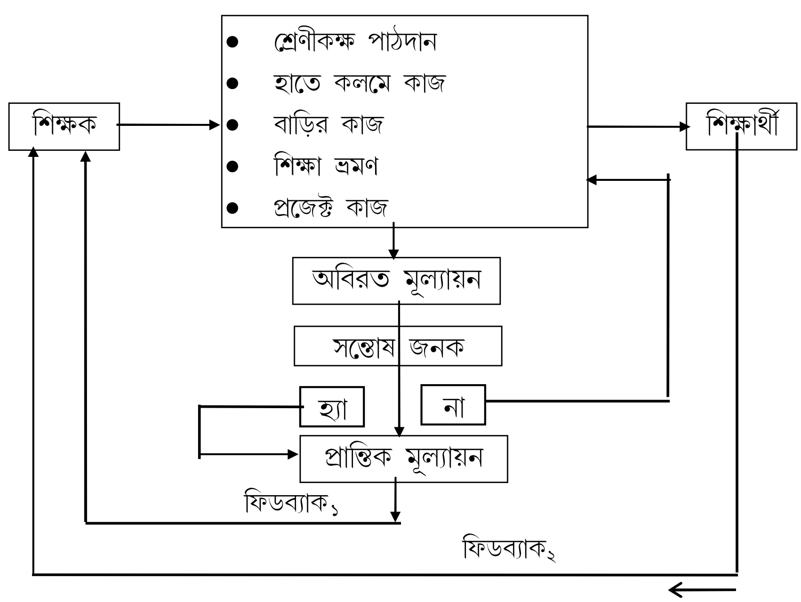

চিত্র ১-৫.২ ফিডব্যাক প্রক্রিয়া

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যের বেলায় কোনটি খাটে না?

ক. এটি অত্যন্ত ব্যাপক
খ. সরাসরি অর্জনযোগ্য
গ. এটি আচরণিক উদ্দেশ্যের উৎস
ঘ. লক্ষ্য থেকে কিছুটা সঙ্কীর্ণ

২। কি মূল্যায়ন করতে হবে তা ব্যাপকভাবে নির্ধারণ করা হয় কিসের ভিত্তিতে?

ক. শিক্ষার বিষয়বস্তু
খ. সাধারণ উদ্দেশ্য
গ. শিক্ষণ পদ্ধতি
ঘ. আচরণিক উদ্দেশ্য

৩। মূল্যায়নের শেষ ধাপ কোন্‌টি?

ক. শ্রেণী শিক্ষণ
খ. মূল্যায়ন
গ. ফিডব্যাক
ঘ. উদ্দেশ্য লিখন

৪। মূল্যায়নের সাধারণ উদ্দেশ্য সনাক্ত ও বর্ণনা করার পর কোন কাজটি করতে হবে?

ক. মূল্যায়নের উপকরণ নির্বাচন
খ. প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ বিষয় বিবেচনা
গ. মূল্যায়ন করা ও ফিডব্যাক প্রদান
ঘ. আচরণিক উদ্দেশ্য লিখন

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। খ, ৩। গ, ৪। ঘ

পাঠ ৬ মূল্যায়নের উপায় বা কৌশল

[*Techniques of Evaluation*]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- মূল্যায়নে কি কি ধরনের কৌশল বা উপকরণ ব্যবহৃত হয় তা উল্লেখ করতে পারবেন
- কোন ধরনের উপকরণ দিয়ে কি মূল্যায়ন করা হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

আমরা জানি মূল্যায়ন একটি অবিরত ও সামগ্রিক প্রক্রিয়া। তাই কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করে কোন বিশেষ উপকরণের সাহায্যে কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রয়োজন। শিক্ষার্থী সম্পর্কে যত বেশি তথ্য সংগ্রহ করা যাবে মূল্যায়ন ততবেশি নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল হবে। শিখন হলো শিশুর আচরণগত পরিবর্তন। এই আচরণগত পরিবর্তন ঘটে বিভিন্নভাবে। কোন একটিমাত্র মূল্যায়ন উপকরণ দ্বারা শিশুর আচরণগত পরিবর্তন নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। মূল্যায়নের জন্য তাই বিভিন্ন রকম কৌশল বা উপকরণ ব্যবহার করা হয়।

উপকরণ সংগ্রহের কৌশল

মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন রকম উপকরণ ব্যবহার করা হলেও এসব উপকরণকে তথ্য সংগ্রহের প্রকৃতি অনুসারে প্রধান তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো,

- শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা (Educational and Psychological Test)
- আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল (Self Reporting Technique)
- পর্যবেক্ষণভিত্তিক কৌশল (Observational Technique)

শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট কতগুলো কাজ সম্পাদন করতে দিয়ে (যেমন কোন পরীক্ষা দিতে বলে) যখন তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তখন সাধারণত যে উপকরণ ব্যবহার করা হয় তাকে অভীক্ষা বলে। এই অভীক্ষা কোন শিক্ষামূলক অভীক্ষা হতে পারে, আবার হতে পারে কোন মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা।

অনেক সময় শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য তাকে বলতে বলা হয় বা বর্ণনা করতে বলা হয় বা নিজের সম্পর্কে লিখতে বলা হয়। এসব অবস্থায় তাকে মূল্যায়নের জন্য যে কৌশল ব্যবহৃত হয় তাকে আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল বলে।

কখনও কখনও শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের জন্য অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয় বা কোন ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করে তথ্য সংগ্রহ করেন। শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের এ ধরনের কৌশলকে পর্যবেক্ষণভিত্তিক কৌশল বলা হয়।

আগেই জেনেছি মূল্যায়নের জন্য সাধারণত দুই ধরনের অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো শিক্ষামূলক অভীক্ষা ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা।

আমরা বিভিন্ন ধরণের শিক্ষামূলক ও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষার নাম উল্লেখ করব এবং নির্বাচিত কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করব এবার।

অভীক্ষার প্রকারভেদ

১. *শিক্ষামূলক অভীক্ষা*

- লিখিত অভীক্ষা
- মৌখিক অভীক্ষা
- শিক্ষক প্রণীত অ-আদর্শায়িত অভীক্ষা
- আদর্শায়িত কৃতিত্বের অভীক্ষা
- নির্ণায়ক অভীক্ষা

২. *মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষা*

- বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Test)
- সম্ভাবনা পরিমাপক অভীক্ষা (Aptitude Test)
- প্রতিক্ষেপক অভীক্ষা (Projective Test)

এ দুই ধরণের অভীক্ষাগুচ্ছের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত অভীক্ষা হলো লিখিত অভীক্ষা। কোন কোন ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণীতে মৌখিক অভীক্ষাও ব্যবহৃত হয়।

বিদ্যালয়ে সাধারণত লিখিত পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষাগত পরিমাপ করা হয়। এ অভীক্ষা রচনামূলক বা নৈর্ব্যক্তিক হতে পারে। লিখিত অভীক্ষা কোন আদর্শায়িত অভীক্ষা হতে পারে বা হতে পারে শিক্ষক প্রণীত অভীক্ষা। যদিও আমরা শিক্ষক প্রণীত অভীক্ষা, আদর্শায়িত অভীক্ষা ও নির্ণায়ক অভীক্ষার কথা বলেছি, এগুলোকে লিখিত অভীক্ষার শ্রেণীতেও ফেলা যায়। শ্রেণীশিক্ষণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আদর্শায়িত অভীক্ষার চেয়ে শিক্ষক প্রণীত অভীক্ষাই বেশি উপযোগী এবং বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয়।

মৌখিক পরীক্ষা সাধারণত বিদ্যালয়ে নিম্ন শ্রেণীতে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাহিত্যে পঠন কৌশল, পাঠে নির্ভুলতা, শুদ্ধ উচ্চারণ ইত্যাদির মূল্যায়নে মৌখিক পরীক্ষা ব্যবহার করেন। কখনও কখনও লিখিত পরীক্ষার পরিপূরক হিসেবে মৌখিক পরীক্ষা ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ মানুষের বুদ্ধিমত্তার সাথে তার কৃতিত্ব, পারদর্শিতা, আগ্রহ ইত্যাদি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বুদ্ধি পরিমাপের জন্য বিভিন্ন অভীক্ষা ব্যবহৃত হয়। এগুলোর মধ্যে ভাষাভিত্তিক ও ভাষাবিহীন বুদ্ধির অভীক্ষা অত্যন্ত পরিচিত।

অনেক সময় কোন ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হয় তার কাছ থেকে তার নিজের সম্পর্কে জেনে। শিক্ষার্থী এখানে নিজেই নিজের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেন ঃ কখনও বলে, কখনও লিখে।

কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর মনের অনুভূতি, কোন বিশেষ বিষয়ে তার আগ্রহ বা অনুরাগ, তার বিশেষ কোন সমস্যা বা বিশেষ কোন গুণ বা দক্ষতা পরিমাপ করা বা জানা দরকার হয়ে পড়ে।

যেসব উপকরণ বা কৌশলের সাহায্যে এসব বিষয়ে ব্যক্তির নিকট থেকে নিজের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাকে আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল বলা হয়। এ ধরনের কৌশলগুলো হলো,

- সাক্ষাৎকার (Interview)
- প্রশ্নমালা (Questionnaire)
- শিক্ষার্থীর দিনপঞ্জিকা (Diary)

সাক্ষাৎকারের প্রকৃতি

সাক্ষাৎকার দুই রকম হতে পারে ঃ অসংগঠিত এবং সংগঠিত শিক্ষক-শিক্ষার্থী সাক্ষাৎকার।

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের সব বিষয়ের খোঁজ খবর রাখতে পারেন না এবং তা পারাও সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার্থীর সাথে মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার প্রয়োজন হয়। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিশুর কোন্ বিষয় ভাল লাগছে, কোন্‌টি লাগছে না, তার দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন হচ্ছে কি না ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। শিশুর চরিত্র, মেজাজ ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন গুণাবলী সাক্ষাৎকার ও শিক্ষার্থীর দিন পঞ্জিকা থেকে শিক্ষকের নিকট স্পষ্ট ধরা পড়ে।

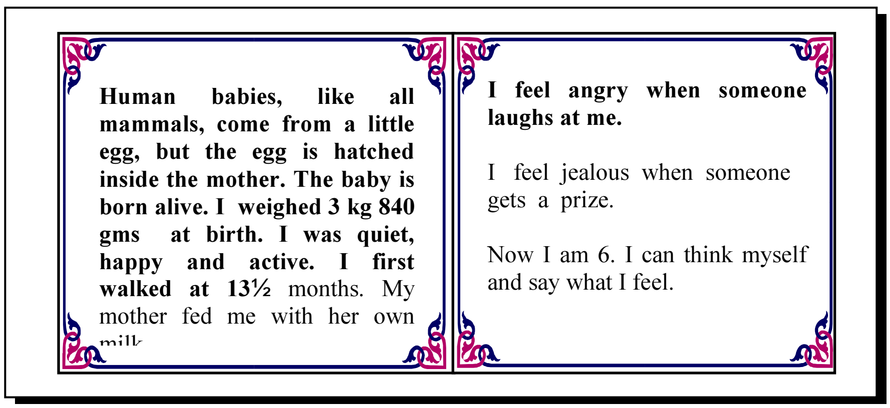

Human babies, like all mammals, come from a little egg, but the egg is hatched inside the mother. The baby is born alive. I weighed 3 kg 840 gms at birth. I was quiet, happy and active. I first walked at 13½ months. My mother fed me with her own milk.

I feel angry when someone laughs at me.

I feel jealous when someone gets a prize.

Now I am 6. I can think myself and say what I feel.

চিত্র ১-৬.১ শিশু শিক্ষার্থীর দিনপঞ্জিকার পাতা

প্রশ্নমালা

প্রশ্নমালায় বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন দেয়া থাকে, শিশুরা এসব প্রশ্নের জবাব দেয়। শিশুদের দেয়া জবাব থেকে শিশুর মতামত জানা যায়। এ থেকে শিশুর পছন্দ ও অপছন্দের ব্যাপারগুলো বেরিয়ে আসে। এছাড়া কোন শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতার মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক, স্কুলের পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নমালার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, আগ্রহ নির্ণায়ক পরিসংখ্যাপত্র (Interest Inventories), মনোভাব-পরিমাপক স্কেল (Attitude Scale), ব্যক্তিত্ব (Personality) নির্ণায়ক প্রশ্নমালা, সমাজমিতিমূলক প্রশ্নমালা (Sociometric Questionnaire) ইত্যাদি।

পর্যবেক্ষণ

পর্যবেক্ষণ মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। শিক্ষার ক্ষেত্রে, অনেক বিষয় আছে যা কাগজ-কলম (paper-pencil) অভীক্ষার সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না। বিশেষ করে শিক্ষার্থীর হাতে কলমে কাজ, সৃজনীধর্মী কাজ, কোন যন্ত্রপাতি তৈরি বা দক্ষতা পরিমাপের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যবেক্ষণের জন্য যেসব কৌশল ব্যবহার করা হয় সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চেক লিষ্ট (Check List), রেটিংস্কেল (Rating Scale), পর্যবেক্ষণ অনুসূচি (Observation Schedule), সোসিওগ্রাম (Sociogram) ইত্যাদি।

শিক্ষক কি করবেন?

এছাড়া মূল্যায়নের আরও অনেক কৌশল ও উপায় রয়েছে। তবে, যে কৌশলই ব্যবহার করা হোক না কেন, কৌশলটি ব্যবহারের পূর্বে শিক্ষককে বিবেচনা করতে হবে —

- তিনি **কি মূল্যায়ন করতে চান**? কারণ, কি মুল্যায়ন করা হবে তার উপর মূল্যায়নের উপায় নির্ভর করে।
- শুধু কাগজ-কলম অভীক্ষার মাধ্যমে শিশুর সার্বিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়, (এজন্য এ ধরনের অভীক্ষার পরিপূরক হিসেবে অন্যান্য উপায় বেছে নিতে হবে।)
- শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কি কি তথ্য পাওয়া যেতে পারে, কি ভাবে তা পাওয়া যাবে (এগুলোর উপর মূল্যায়নের উপায় ও উপকরণ নির্ভর করে।)

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৬

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে(ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। রেটিং স্কেল কোন ধরনের মূল্যায়ন কৌশল?

ক. আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল
খ. পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক কৌশল
গ. শিক্ষামূলক অভীক্ষা
ঘ. বৈজ্ঞানিক অভীক্ষা

২। শিক্ষামূলক অভীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোনটি ব্যবহৃত হয়?

ক. লিখিত অভীক্ষা
খ. মৌখিক অভীক্ষা
গ. নির্ণায়ক অভীক্ষা
ঘ. আদর্শায়িত অভীক্ষা

৩। শিক্ষার্থীর আগ্রহ বা তার কোন সমস্যা ইত্যাদি পরিমাপের জন্য কোন ধরনের কৌশল ব্যবহৃত হয়?

ক. লিখিত অভীক্ষা
খ. নির্ণায়ক অভীক্ষা
গ. আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল
ঘ. পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক কৌশল

৪। শিক্ষার্থীর হাতে কলমে কাজ মূল্যায়নের জন্য কোন ধরনের কৌশল বেশি উপযোগী?

ক. কাগজ-কলমে অভীক্ষা
খ. নির্ণায়ক অভীক্ষা
গ. আত্মবিবৃতিমূলক কৌশল
ঘ. পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক কৌশল

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ক, ৩। খ, ৪। খ

পাঠ ৭

মূল্যায়ন কৌশলের ব্যবহার

[*Application of Evaluation Techniques*]

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- মূল্যায়ন থেকে শিক্ষক কিভাবে উপকৃত হন তা বর্ণনা করতে পারবেন
- মূল্যায়ন কিভাবে শিক্ষা প্রশাসককে সহায়তা করে তা উল্লেখ করতে পারবেন
- মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর কি উপকারে আসে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

এর আগের পাঠগুলোতে আমরা মূল্যায়নের কাজ বা প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছি।

আমরা এ পাঠে দেখব শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কি কাজে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ব্যবহার করবেন।

প্রথমে দেখা যাক, শিক্ষক মূল্যায়ন থেকে কিভাবে উপকৃত হন। সকল শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন নির্দিষ্ট কোর্সের জন্য বা কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়ে থাকে। যে ক্লাসে শিক্ষার্থী ভর্তি হতে চায় বা যে কোর্সটি শিক্ষার্থী পড়তে চায় ঐ কোর্সটি পড়ার যোগ্যতা তার আছে কি না বা ঐ কোর্সটি পড়ার জন্য শিক্ষার্থী প্রস্তুত কি না, প্রতিটি শিক্ষকের তা জানা প্রয়োজন। কারণ, কার্যকর শিক্ষণের জন্য এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কোন কোর্স কোন শিক্ষার্থীর পড়ার যোগ্যতা আছে কি না তাই হলো ঐ কোর্সে ঐ শিক্ষার্থীর entry behaviour বা প্রবেশ আচরণ বা ভর্তি যোগ্যতা। মূল্যায়ন শিক্ষককে শিক্ষার্থীর ভর্তি যোগ্যতা বা প্রবেশ আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। কোন কোর্স পড়ার সামর্থ্য শিক্ষার্থীর আছে কি না, তার ঐ বিষয়ে বর্তমান জ্ঞান কতটুকু, তা অবশ্যই শিক্ষককে জানতে হবে।

আমরা আগেই বলেছি শ্রেণীকক্ষ পাঠদানের পূর্বে শিক্ষককে শিক্ষণ উদ্দেশ্য তৈরি করে নিতে হয়। শিক্ষার্থীর ভর্তি যোগ্যতা বা প্রবেশ আচরণ জানা থাকলে শিক্ষক বাস্তবসম্মত উদ্দেশ্য তৈরি করতে পারেন।

প্রতিটি শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পর্যালোচনা কাজে বাস্তবসম্মত উদ্দেশ্য তৈরি, উদ্দেশ্যের উৎকর্ষ সাধন ও সুস্পষ্টকরণে মূল্যায়ন শিক্ষককে সহায়তা করতে পারে।

শিক্ষক যেসব উদ্দেশ্য চিহ্নায়িত করেছিলেন তার কতটুকু অর্জিত হলো তা জানতে মূল্যায়ন শিক্ষককে সহায়তা করবে।

উদাহরণ

শিখন উদ্দেশ্য

সময় উল্লেখ করতে পারবে

মনে করুন, ইতিহাস বিষয়ের কোন একজন শিক্ষক উদ্দেশ্য চিহ্নিত করলেন,

''এ পাঠের শেষে শিক্ষার্থীরা মুঘল বংশের রাজত্বকালের সময় উল্লেখ করতে পারবে''।

মূল্যায়ন শেষে শিক্ষক দেখলেন তার ৪৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৫ জন মুঘল বংশের রাজত্বকালের সময় উল্লেখ করতে পারছে। এক্ষেত্রে শতকরা পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীর আচরণে উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়েছে।[শিক্ষক এই পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেবেন ৫০% সফলতা যথেষ্ট, নাকি তিনি পাঠটি আবারও ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করবেন।]

কোন বিষয় শিক্ষণে শিক্ষক যে পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করেছেন, তিনি যে শিখন কার্যাবলী শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করেছেন, তার কতটুকু কার্যকর হয়েছে, তার মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখনের উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা জানতে পারেন। পরবর্তীতে শিক্ষণ-পদ্ধতি ও শিখন কার্যাবলীর পরিবর্তন ও উৎকর্ষ সাধনে মূল্যায়ন শিক্ষককে সহায়তা করে থাকে।

এবার সংক্ষেপে দেখা যাক, একজন শিক্ষকের কাছে মূল্যায়নের উপকারিতা কি? নিচের ছকটি লক্ষ্য করুন ——

ছক ১-৭.১ মূল্যায়নের উপকারিতা

1. মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর প্রবেশ আচরণ বা ভর্তি যোগ্যতা জানতে শিক্ষককে সাহায্য করে।
2. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য বাস্তবসম্মত উদ্দেশ্য তৈরি, তার উৎকর্ষ সাধন ও সুস্পষ্টকরণে মূল্যায়ন শিক্ষককে সহায়তা করে।
3. শিক্ষণ কৌশল ও শিখন অভিজ্ঞতা নির্ণয়, মূল্যায়ন ও উৎকর্ষ সাধনে মূল্যায়ন শিক্ষককে সাহায্য করে।
4. শিক্ষকের সনাক্ত করা উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জিত হলো তা নির্ণয়ে মূল্যায়ন শিক্ষককে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থীর নিকট মূল্যায়নের উপকারিতা

মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে লাগে। তার মধ্যে প্রথম হলো, শিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত উদ্দেশ্যের সাথে সংযোগ সাধন। এর অর্থ হলো, শিক্ষক কোন শিক্ষণ-শিখন কার্যের শেষে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কি প্রত্যাশা করছেন মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের তা বুঝতে সহায়তা করে। শিক্ষার্থী যদি বুঝতে পারে তার কাছ থেকে কি চাওয়া হচ্ছে, তাহলে সে নিজেকে সেভাবে তৈরি করতে পারে এবং শিক্ষকের উদ্দেশ্য অর্জনের কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সহায়তা করতে পারে।

শিক্ষার্থীকে শিখনে আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়তা করে বা তার প্রেষণা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে মূল্যায়ন। শিক্ষার্থী যদি জানতে পারে যে, কোর্স সমাপ্তির পর তাকে মূল্যায়ন করা হবে তাহলে শিখনে তার প্রেষণা বৃদ্ধি পায়। ফলে শিখন কার্য সহজতর হয়। সুতরাং, মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীকে অধিকতর শিখনে যেমন প্রেষণা যোগায় তেমনি নিজেকে যথোপযুক্ত আত্মমূল্যায়নে ব্যস্ত রাখে। মূল্যায়ন শিক্ষার্থীকে উত্তম অধ্যয়ন অভ্যাস গঠনে উৎসাহিত করে।

নিয়মিত মূল্যায়ন করা হলে শিক্ষার্থী বিষয়টি প্রয়োজনবোধে বার বার পড়ে। ফলে তার মধ্যে ভাল অধ্যয়ন অভ্যাস গড়ে ওঠে। ঘন ঘন মূল্যায়ন করা হলে শিক্ষার্থী তার দুর্বলতা ও অগ্রগতি জানতে পারে এবং সে অনুযায়ী ভবিষ্যত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও দক্ষতা বিকাশে মূল্যায়ন সহায়তা করে। মূল্যায়ন থেকে শিক্ষার্থী তার সামর্থ্যের প্যাটার্ণ বুঝতে পারে। তাছাড়াও সে বুঝতে পারে তার যে দক্ষতার প্রয়োজন তা সে কতটুকু অর্জন করেছে আর কতটুকু অর্জন করে নি।

মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর অগ্রগতির সার সংক্ষেপ তৈরি ও তা রিপোর্টিং-এ সহায়তা করে। শিক্ষণ পদ্ধতি ও পরিকল্পিত শিখন কার্যাবলীর কার্যকারিতা নির্ণয়ে মূল্যায়ন সহায়তা করে থাকে। তাছাড়া মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির সার সংক্ষেপ তৈরি ও তা জানিয়ে দেয়ার কাজে সহায়তা করে।

এছাড়া, মূল্যায়ন থেকে শিক্ষার্থীর সবলতা ও দুর্বলতা সনাক্ত করে তাকে ফিডব্যাক প্রদান করা যায়। এটি শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ফিডব্যাক থেকে শিক্ষার্থী তার সবলতা ও দুর্বলতা কোথায় ও তা সংশোধনের উপায় জানতে পারে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

এবার নিচের প্রশ্নটির উত্তর লিখুন -

প্রশ্নঃ মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর কি উপকারে আসে ?

আপনার উত্তর খাতার পৃষ্ঠায় বা নিচের ডান পাশের শূন্য স্থানটিতে লিখে ফেলুন এবং পরে বাঁদিকের ছকটি লক্ষ্য করুন এবং সঠিক উত্তরগুলো মিলিয়ে নিন।

উত্তর ঃ মূল্যায়ন থেকে শিক্ষার্থী নিম্নোক্তভাবে উপকৃত হয় ঃ

১ --------------------

২ --------------------

৩ --------------------

৪ --------------------

৫ --------------------

৬ --------------------

ছক ১-৭.২ মূল্যায়নের উপকারিতা

1. শিক্ষকের শিখন উদ্দেশ্যের সাথে সংযোগ সাধনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে।
2. শিক্ষার্থীর প্রেষণা বৃদ্ধি করে।
3. উত্তম অধ্যয়ন-অভ্যাস (good study habits) গঠনে উৎসাহিত করে।
4. শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করে।
5. তার অগ্রগতির সারাংশ তৈরি করে তা জানিয়ে দিতে সহায়তা করে।
6. ফিডব্যাক প্রদান করে।

এ পর্যন্ত আমরা জানলাম, মূল্যায়ন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে কিভাবে সহায়তা করে বা মূল্যায়ন তাদের কি উপকারে আসে।

শিক্ষা প্রশাসক

এবার আমরা দেখব, মূল্যায়ন দ্বারা শিক্ষা প্রশাসক কিভাবে উপকৃত হন।

মূল্যায়ন শিক্ষা প্রশাসককে শিক্ষামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। চাকুরির জন্য প্রার্থী বাছাই, কোন কাজের জন্য কে যোগ্য, কাকে কোন চাকুরি দেয়া যায় এবং কর্মচারীদের শ্রেণীকরণে মূল্যায়ন প্রশাসককে সহায়তা করে থাকে। শিক্ষার্থী বা কর্মচারীদের সামর্থ্য অনুসারে দল তৈরি করে তাদের স্থান নির্বাচন কাজেও মূল্যায়ন প্রয়োজন। এছাড়া কোন ব্যক্তিকে নির্দেশনা ও পরামর্শ দানেও মূল্যায়ন প্রশাসককে সহায়তা করে থাকে। সুতরাং বলা চলে, মূল্যায়ন প্রশাসককে নিম্নোক্ত কাজগুলোতে সহায়তা করে —

ছক ১-৭.৩ শিক্ষা প্রশাসকের নিকট মূল্যায়নের উপকারিতা

1. কোন কাজের জন্য প্রার্থী বাছাই, যোগ্যতা যাচাই ও শ্রেণীকরণ।
2. যোগ্য ব্যক্তিকে উপযুক্ত কাজে নিয়োগের বেলায়।
3. শিক্ষার্থী ব কর্মচারীদের সামর্থ্য বা কৃতিত্ব অনুসারে দলে ভাগ করে শ্রেণীবদ্ধ করা।
4. ব্যক্তিকে নির্দেশনা ও পরামর্শ দান করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৭

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১। মূল্যায়ন কিভাবে শিক্ষককে সহায়তা করে?
শিক্ষার্থীর -

ক. ভর্তি যোগ্যতা ও প্রবেশ আচরণ সম্পর্কে জ্ঞান দান করে
খ. সামর্থ্য ও পাঠ্যক্রম বহির্ভূত আচরণ বিশ্লেষণ করে
গ. শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নিতে সহায়তা করে
ঘ. শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব জানতে সহায়তা করে

২। প্রশাসককে মূল্যায়ন সাধারণত কিভাবে সহায়তা করে?

ক. শিক্ষার্থীদের কোথায় বদলী করতে হবে তা জানতে
খ. কোন কাজের জন্য কে যোগ্য তা নির্ণয় করতে
গ. সবাইকে নির্দেশনা দান করতে
ঘ. বেশি লোককে চাকরি দিতে

৩। মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর কোন কাজে আসে না?

ক. শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে
খ. শিক্ষণ উদ্দেশ্যের সাথে সংযোগ সাধন করতে
গ. প্রেষণা বৃদ্ধি করার কাজে
ঘ. উত্তম অধ্যয়ন অভ্যাস গঠনে

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। খ, ৩। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ ঃ আপনার পছন্দসই উত্তরটি ক হলে একে ক বৃত্তায়িত করুন)

১। পরিমাপ বলতে কোনটি বোঝায়?
শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার -
- ক. গুণগত প্রকাশ
- খ. পরিমাণগত প্রকাশ
- গ. যাথার্থতা বিচার
- ঘ. মূল্য নির্ণয়

২। কোনটির প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা হয়?
- ক. বিষয়বস্তু
- খ. উদ্দেশ্য
- গ. শিক্ষাক্রম
- ঘ. শিক্ষণ পদ্ধতি

৩। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কোন্‌টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্টকরণ করতে হবে?
- ক. কি মূল্যায়ন করা হবে
- খ. কোথায় মূল্যায়ন করা হবে
- গ. কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে
- ঘ. কেন মূল্যায়ন করা হবে

৪। মূল্যায়নের সাধারণ উদ্দেশ্য সনাক্ত ও বর্ণনা করার পর কোন কাজটি করতে হবে?
- ক. মূল্যায়নের উপকরণ নির্বাচন
- খ. প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ বিষয় বিবেচনা
- গ. মূল্যায়ন করা ও ফিডব্যাক প্রদান
- ঘ. আচরণিক উদ্দেশ্য লিখন

৫। শিক্ষামূলক অভীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে বেশি কোনটি ব্যবহৃত হয়?
- ক. লিখিত অভীক্ষা
- খ. মৌখিক অভীক্ষা
- গ. নির্ণায়ক অভীক্ষা
- ঘ. আদর্শায়িত অভীক্ষা

৬। প্রশাসককে মূল্যায়ন সাধারণত কিভাবে সহায়তা করে?
- ক. শিক্ষার্থীদের কোথায় বদলী করতে হবে তা জানতে
- খ. কোন কাজের জন্য কে যোগ্য তা নির্ণয় করতে
- গ. সবাইকে নির্দেশনা দান করতে
- ঘ. বেশি লোককে চাকরি দিতে

৭। মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর কোন কাজে আসে না?
- ক. শিক্ষার্থী কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে
- খ. শিক্ষণ উদ্দেশ্যের সাথে সংযোগ সাধন করতে
- গ. প্রেষণা বৃদ্ধি করার কাজে
- ঘ. উত্তম অধ্যয়ন অভ্যাস গঠনে

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ক ৬। খ ৭। ক